কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৪৭তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৭তম সভা গত ১৭/৩/২০০৪খ্রি. তারিখ বিকাল ২.৩০ ঘটিকায় ডঃ এম নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য জনাব মোঃ আবুল হোসেন, সদস্য-সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, মাণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে উপস্থাপন করতে বলেন। কার্যপত্র উপস্থাপনের প্রারম্ভে সভাপতি মহোদয় অদ্যকার সভায় বিবিধ আলোচ্য বিষয় অর্ন্তভূক্তিকরণের নিমিত্তে সদস্যবর্গের নিকট থেকে আহ্ফান করেন এবং এ প্রসংগে বিএডিসির প্রতিনিধির নিকট হতে আন্ডার সাইজ ও ওভার সাইজ নির্ধারণ বিষয়ে পর্যালোচনার নিমিত্তে বিবিধ আলোচ্য বিষয়তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতঃপর জনাব হাওলাদার কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পক্ষে কার্যপত্রের আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৬তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
কারিগরি কমিটি, জাতয়ী বীজ বোর্ডের ৪৬তম সভা গত ১৪/৯/২০০৩ইং তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৪/১০/২০০৩ইং তারিখের ১৩০৩ (১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে উক্ত সভার কার্যবিবরনীটি কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীটির উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার আলোচ্য সভায় পুনরায় মতামতের ভিত্তিতে বিগত সভার কার্যবিবরণীটি পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৪৬তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৪৬তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যালোচনা।
কারিগরি কমিটির ৪৬তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন, প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং, সভায় জানান যে, কারিগরি কমিটির ৪৬তম সুপারিশ মোতাবেক জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভায় বাংলাদেশ ঈক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত আখের দুটি প্রস্তাবিত জাত (ক) বিএসআরআই আখ ৩৫ ও (খ) বিএসআরআই আখ ৩৬ নতুন জাত হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয় এবং ইতোমধ্যে ইহা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি অবহিত হন এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত গমের ক) বিএডব্লিউ ৯৬৬ ও (খ) বিএডব্লিউ ১০০৬ কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে বারি গম ২২ (সুফী) ও বারি গম ২৩ (বিজয়) হিসাবে ছাড়করণ প্রসংগে।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত বারি গম ২২ (সুফী) জাতটি বিগত ১৯৯৮ সালে দুটি কৌলিক সারি COQ/F61.70//CNDR/3/OLN/4/PHOS ও MRNG/ALDAN//CNO এর মধ্যে গম গবেষণা কেন্দ্রে সংকরায়ণ ঘটানো হয়। পরের বছর প্রাপ্ত এফ-১ এর সাথে কাঞ্চন জাতের টপ ক্রস করা হয়। অতঃপর এফ-২ বীজ হতে বিভিন্ন প্রজন্মে বাছাই করার পর বিএডব্লিউ ৯৬৬ নামে কৌলিক সারিটি নির্বাচন করা হয়। প্রস্তাবিত বারি গম ২৩ (বিজয়) এর কৌলিক সারিটি নেপালে সংস্কারায়ণকৃত আঞ্চলিক নার্সারীর মাধ্যমে ১৯৯৭ সালে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। এ কৌলিক সারিটি বিভিন্ন নার্সারীতে ফলন পরীক্ষায় উচ্চফলনশীল প্রমাণিত হওয়া বি এ ডব্লিউ ১০০৬ নামে নির্বাচন করা হয়।

(ক) গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, পরীক্ষাকালীন সময়ে প্রস্তাবিত বারি গম ২২ (সুফী) জাতটি চার-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট, গাছের উচ্চতা ৯০-১০২ সেন্টিমিটার। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীষ বের হতে ৫৮-৬২ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০০-১১০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৫০-৫৫টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকার ছোট। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৬০০-৪৮০০ কেজি এবং দেরীতে বপনে জাতটি কাঞ্চনের চেয়ে শতকরা ১০-২০ ভাগ ফলন বেশী হয়।
উপরের কান্ডের গিটে মাঝারী সংখ্যক লোম থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। নিশান পাতার খোলে ও কান্ডে মাঝারী থেকে বেশী মোমের মত আবরণ থাকে যা শীষে কম থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় খাঁজ কাটা, ঠোঁট মাঝারী (প্রায় ৫-৬ মিলিমিটার) এবং ঠোঁটে সামান্য কিছু কাটা থাকে। দানা সাদা ও আকারে মাঝারী থেকে ছোট (হাজার দানার ওজন ৩৬-৪২ গ্রাম)। এ জাতটি বপনের উপযুক্ত সময়

নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত গম বপনের উপযুক্ত সময়)। তবে জাতটি তাপসহনশীল তাই ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় ভাল ফলন দেয়। আটায় শক্তিশালী গ্লুটেন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান থাকায় জাতটি পাউরুটি তৈরীর জন্য খুবই উপযোগী। বাংলাদেশে ছাড়কৃত কোন জাতের মধ্যে পাউরুটি তৈরীর গুণাগুণ দেখা যায় না।
উক্ত জাতটি ২০০২-২০০৩ মৌসুমে দেশে ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ১০টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ১০টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ৪টি স্থানে ছাড়করণের সুপারিশ করে নাই এবং দুটি স্থানে পুনঃ ট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ২০০১ এবং ২০০২ মৌসুমে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস (DUS) টেষ্ট সম্পন্ন করে জাতের বর্ণনা (Varietal descriptors) তৈরী করা হয়েছে এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (Distinct characters) চিহ্নিত করা হয়েছে।

(খ) গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, পরীক্ষাকালীন সময়ে প্রস্তাবিত বারি গম ২৩ (বিজয়) জাতটি চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট, গাছের উচ্চতা ৯৫-১০৫ সেন্টিমিটার। পাতা চওড়া ও হালকা সবুজ। শীষ বের হতে ৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৩-১১২ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৩৫-৪০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে ছোট। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪৩০০-৫০০০ কেজি এবং দেরিতে বপনে জাতটি ভাল ফলন দিতে সক্ষম। গাছের রং গাঢ় সবুজ। উপরের কান্ডের গিটে অল্প সংখ্যক চুল থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে বেশী মোমের মত আবরণ থাকে যা কান্ডে ও নিশান পাতার খোলে কম থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় চওড়া, ঠোঁট খুবই ছোট (প্রায় ১ মিলিমিটার) এবং ঠোঁটে অনেক কাটা থাকে। দানা সাদা ও আকারে বড়। এ জাতটি বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত গম বপনের উপযুক্ত সময়)। তবে জাতটি তাপসহনশীল তাই ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় ভল ফলন দেয়। আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্যও জাতটি উপযোগী।

উক্ত জাতটি ২০০২-২০০৩ মৌসুমে দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রংপর, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ১০টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ১০টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ৪টি স্থানে ছাড়করণের সুপারিশ করে নাই এবং দুইটি স্থানে পুনঃ ট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ২০০১ এবং ২০০২ মৌসুমে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস (DUS) টেষ্ট সম্পন্ন করে জাতের বর্ণনা (Varietal descriptors) তৈরী করা হয়েছে এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট (Distinct characters) চিহ্নিত করা হয়েছে।

ডঃ আবদুর রশিদ গোমস্তা, পরিচালক (গবেষণা), বিআরআরআই জানতে চান যে, প্রস্তাবিত দুটি জাতেরই তাপ সহনশীলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ ব্যাপারে গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক পরীক্ষা-নীরিক্ষার কোন ফলাফল আছে কি না। এ মর্মে ডঃ এ বি সাখাওয়াত হোসেন Affiliate Scientist, CIMMYT, এতদসংক্রান্তে যশোর এবং রাজশাহী অঞ্চলের ফলাফল উপস্থাপন করেন। ডঃ আবদুল হামিদ, মহা পরিচালক, বিনা বলেন যে, জাত দুটির Glaucosity বেশী আছে কিন্তু তাপ সহনশীল ক্ষমতা কতটুকু তার সুনির্দিষ্ট পরীক্ষিত ফলাফল থাকা প্রয়োজন। জনাব মোঃ রেজাউল করিম, উধর্ষ্তন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বি এ আর আই উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাত দুটি যে সমস্ত এলাকায় দেরীতে আমন কাটা হয় সে সমস্ত এলাকায় চাষ করে ভাল ফলন পাওয়া যাবে। ড. মোঃ আবদুল রাজ্জাক সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, প্রচলিত গম উৎপাদন এলাকা রাজশাহী এবং পাবনা থেকে মূল্যায়ন দল জাত দুটিকে ছাড়করণের সুপারিশ করে নাই এবং এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন কারণও উল্লেখ করে নাই। আবার Bipolaris sorokiniana এর আক্রমণ বা প্রার্দুভাব থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে অনুমোদন এর সুপারিশ করা হয়েছে যদিও তিনি উল্লেখ করেন যে, Bipolaris sorokiniana সহিষ্ণু জাত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি এ প্রসংগে তিনি আরো বলেন, মাঠ মূল্যায়ন দলের তথ্য সংগ্রহের ভিত্তি আরো মজবুত হওয়া আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে মাঠ মূল্যায়ন দলকে সঠিক নির্দেশনা প্রদানসহ সহজতরভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে বর্তমান মূল্যায়ন ফরম সংশোধন করা যেতে পারে। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় বলেন, বর্তমান মাঠ মূল্যায়ন দলকে আরো বস্তুনিষ্ঠভাবে মতামত ব্যক্ত করা উচিত। এ ব্যাপারে এসসিএ কে আরো তৎপর হতে হবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত ঃ গমের প্রস্তাবিত জাত দুটির মাঠ মূল্যায়ন দলের সুস্পষ্ট মতামতসহ অর্থাৎ ছাড়করণের সুপারিশের কারণসমূহ বা সুপারিশ না করার কারণসমূহ উল্লেখসহ সুস্পষ্ট মতামত কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। একই সাথে এ বছরের গবেষণার ফলাফলও সন্নিবেশিত করতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও গম গবেষণা কেন্দ্র)।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বোনা আউশ ধানের প্রস্তাবিত (ক) বি আর ৬০৫৮-৬-৩-৩ ও (খ) বি আর ৫৫৪৩-৫-১-২-৪ কৌলিক সারি দুটি যথাক্রমে ব্রি ধান ৪২ ও ব্রি ধান ৪৩ হিসাবে ছাড়করণ প্রসংগে।

প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৪২ এর কৌলিক সারিটি বিআর ১৪ এবং আইআর ২৫৫৮৮-৭-৩-১ এর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত এবং প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৪৩ এর কৌলিক সারিটি বিআর ১৪ এবং বিআর ২১ এর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত।

(ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৪২ জাতটিতে আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট বিদ্যমান। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেন্টিমিটার। জীবনকাল ৯৫-১০০ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৪.৩২ গ্রাম। পাকা ধানের রং সাদা (Straw coloured)। চাল মাঝারী মোটা ও রং সাদা। এ জাতের গাছে কোন কোন শীষের উপরিভাগে ২-৪টি ধানের সুংগ আছে। প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৪২ এর জীবনকাল বোনা আউশ মৌসুমের উফশী জাত বিআর ২৪ এর চেয়ে প্রায় এক সপ্তাহ আগাম এবং গড়ে প্রায় এক টন ফলন বেশী হয়। বিআর ২৪ জাতটি কেবল বৃষ্টি বহুল এলাকার জন্য উপযোগী। পক্ষান্তরে প্রস্তাবিত জাতটি বোনা আউশ মৌসুমের খরা প্রবণ ও বৃষ্টি বহুল উভয় এলাকার জন্য উপযোগী।

উক্ত জতিটি ২০০৩ সনে বোনা আউশ মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, যশোর, বরিশাল, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ৭টি স্থানে ট্রায়ালের স্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৭টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। মূল্যায়ন দল ১টি স্থানে পুনঃ মূল্যায়নের নিমিত্তে সুপারিশ করেছেন ও একটি স্থানে প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাতের চেয়ে আগাম ও বেশী ফলনশীল বলে মন্তব্য করেছেন তবে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়নি। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ২০০১ এবং ২০০২ মৌসুমে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস (DUS) টেষ্ট সম্পন্ন করে জাতের বর্ণনা (Varietal descriptors) তৈরী করা হয়েছে এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (Distinct characters) চিহ্নিত করা হয়েছে।

খ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রস্তাবিত ব্রি ধান ৪৩ জাতটি আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট বিদ্যমান। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৮-১০০ সেন্টিমিটার। জীবনকাল ৯৮-১০৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.১৬ গ্রাম। পাকা ধানের রং সাদা (Straw coloured)। চাল মাঝারী মোটা ও রং সাদা। এ জাতের গাছে শীষের উপরিভাগে ২-৪টি ধানে সুংগ আছে। এ জাতটির জীবন কাল বোনা আউশ মৌসুমের উফশী জাত বিআর ২৪ এর চেয়ে প্রায় ৪-৫ দিন আগাম এবং গড়ে প্রায় এক টন ফলন বেশী হয়। বিআর ২৪ জাতটি কেবল বৃষ্টি বহুল এলাকার জন্য উপযোগী। পক্ষান্তরে প্রস্তাবিত জাতটি বোনা আউশ মৌসুমের খরা প্রবণ ও বৃষ্টি বহুল উভয় এলাকার জন্য উপযোগী।

উক্ত জাতটি ২০০৩ বোনা আউশ মৌসুমে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, যশোর, বরিশাল, রাজশাহী ও কুমিল্লা) ৭টি স্থানে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। ট্রায়ালকৃত ৭টি স্থানের মধ্যে ৫টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। মূল্যায়ন দল একটি স্থানে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করে নাই এবং অন্য ১টি স্থানে কোন মন্তব্য করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ২০০১ এবং ২০০২ মৌসুমে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস (DUS) টেষ্ট সম্পন্ন করে জাতের বর্ণনা (Varietal descriptors) তৈরী করা হয়েছে এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য (Distinct characters) চিহ্নিত করা হয়েছে।

জনাব এ কে এম এনামুল হক মিয়া, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) সরেজমিন, ডিএই বলেন যে, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের অনেক স্থানে বোনা আউশ ধানের চাষাবাদ করা হয় কিন্তু ঐ সকল অঞ্চলে প্রস্তাবিত জাত দুটির কোন ট্রায়াল করা হয়নি। তাছাড়া ট্রায়ালের স্থানসমূহ কিভাবে নির্বাচন করা হয় তা তিনি ব্রি এর প্রতিনিধির নিকট জানতে চান। এই প্রেক্ষিতে ডঃ আবদুস ছালাম, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি জানান যে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষি সম্প্রাসারণ বিভাগের উপ-পরিচালক ও থানা কৃষি কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততায় ট্রায়ালের স্থানসমূহ নির্বাচন ও ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। তিনি আরো জানান যে, নোয়াখালী অঞ্চলে বোনা আউশের চাষ হয় তবে ঐ অঞ্চলে লবণাক্ততার সমস্যা রয়েছে। প্রস্তাবিত জাত দুটিতে লবনাক্ত সহিষ্ণুতা নেই বিধায় ঐ অঞ্চলে ট্রায়াল করা হয়নি। তিনি আরোও জানান যে, প্রস্তাবিত জাত দুটি দেশের খরা প্রবণ এলাকায় ভাল ফলন দিতে সক্ষম।

ডঃ আবদুর রশিদ গোমস্তা, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, বোনা আউশের উদ্ভাবিত উফশী জাতসমূহ এ যাবৎ জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। তাই এ জাত দুটি ছাড়করণ করা হলে স্থানীয় বোনা আউশ জাতের পরিবর্তে উফশী বোনা আউশ চাষাবাদের প্রসার ঘটবে।

ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, যেহেতু প্রস্তাবিত বোনা আউশের জাত দুটির জীবন কাল ৯৮-১০০ দিনের মধ্যে এবং খরা সহনশীল ক্ষমতাসম্পন্ন, সেহেতু বোনা আউশ এলাকার জন্য জাত দুটিকে উপযুক্ত জাত হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলে যে, বিআর ২১ ও বিআর ২৪ এর পর বোনা আউশের তেমন কোন ভাল জাত বের হয়নি। তিনি আরো বলেন, দেশের সব অঞ্চলেই কম বেশী বোনা আউশের চাষাবাদ হয়ে থাকে এবং সাধারণতঃ গরীব চাষীরাই কম খরচে বোনা আউশের চাষাবাদ করে থাকে। এ জাত দুটি ছাড়করণ করা হলে বোনা আউশ অঞ্চলের গরীব চাষীরা উপকৃত হবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনিস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর ৬০৫৮-৬-৩-৩ এবং বিআর ৫৫৪৩-৫-১-২-৪ কৌলিক সারি দুটি উফশী আগাম জাত এবং খরা প্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী বিবেচনাপূর্বক প্রস্তাবিত জাত দুটিকে বোনা আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য যথাক্রমে ব্রি ধান ৪২ ও ব্রি ধান ৪৩ হিসাবে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।
খ) জাত দুটি বোনা আউশ মৌসুমে খরাপ্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী এবং বোনা আউশের উফশী জাতের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম জীবনকাল সম্পন্ন, ইহার সুনির্দিষ্ট তথ্য জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণের উদ্দেশ্যে জাত ছাড়করণের আবেদন ফরমে সংযোজন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ ব্রি, গাজীপুর।)

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক গমের প্রজনন বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতার মান ৮৫% ভাগ থেকে কমিয়ে ৮০% করা প্রসংগে।
পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র গত ২৯/০৬/০৩ উং তারিখের ১১৫৩ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট এই মর্মে আবেদন করেন যে, গমের প্রজনন বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতার মান সর্বনিম্ন ৮৫% নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু ধানের প্রজনন বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতার মান সর্বনিম্ন ৮০%। ধানের বীজের খোসা (আবরণ) থাকায় বাহিরের আর্দ্রতা শোষণ থেকে বীজকে রক্ষা করতে পারে, কিন্তু গমের বীজে কোন আবরণ না থাকার ফলে সহজে আর্দ্রতা গ্রহণ করতে পারে ফলে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। গম কাটার মৌসুমে সাধারণতঃ কিছু বৃষ্টি পাত হয়ে থাকে এবং বেশী বৃষ্টিপাত হলে গম মাড়াই, বীজ শুকানো এবং সুষ্টভাবে বীজ সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্তমান সুবিধাদির মাধ্যমে গম মাড়াই করে রোদে শুকিয়ে কুলরুমে বীজ সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে কিন্তু ঘন ঘন লোড সেডিং এর ফলে বীজাগারে সঠিক তাপমাত্রা রাখা সম্ভব হয় না। ফলে প্রতি বৎসরই প্রজনন বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা সর্বনিম্ন ৮৫% এ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে নুতন জাতের প্রজনন বীজের অংকুরোদগম মান সম্মত না হওয়ার ফলে বিএডিসি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বীজ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। তাই ধানের মত গমের প্রজনন বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতার মান সর্বনিম্ন ৮০% এ নির্ধারণ করার জন্য প্রস্তাব করেছেন।

বিষয়টি গত ১২/৭/০৩ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির বিশেষ সভায় উপস্থাপন করা হলে ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) উল্লেখ করেন যে, প্রজনন বীজ হলো বীজের মডেল। এই মডেল বীজকে অনুসরণ করেই অন্যান্য বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করা হয়। তাই এ বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা উচ্চ পর্যায়ে রাখার আবশ্যকতা রয়েছে। তবে বাস্তব প্রেক্ষাপটে বিষয়টি বিবেচনার জন্য আরো পর্যালোচনার প্রয়োজন। ডঃ এ বি সাখাওয়াত হোসেন, Affiliate Scientist, CIMMYT, গম পরিপক্কতার মৌসুমে অনাকাঙ্খিত বৃষ্টিপাতের দরুণ গম বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা সর্বনিম্ন ৮৫% থেকে কমিয়ে ধানের মত ৮০% নির্ধারণ করার অনুরোধ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে উক্ত সভায় একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত উপ-কমিটি মৌল গম বীজের অংকুরোগম ক্ষমতা রিভিউ করে একটি প্রতিবেদন সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট দাখিল করে।
গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদনটি অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলে দেখা যায়, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর জাতীয় বীজ পরীক্ষাগারে গত ১৯৯৯-২০০৪ সন পর্যন্ত ৫ বছরের পরীক্ষিত মৌল গম বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ৮৫% এর নিম্নের হার বেশ লক্ষনীয়।

এ প্রেক্ষিতে ডঃ এ বি সাখাওয়াত হোসেন বলেন, গম পরিপক্ক অবস্থায় সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই এবং আমাদের দেশে বাতাসের আর্দ্রতা বেশী থাকার দরুণ সর্বক্ষেত্রে গমের মৌল বীজে সর্বনিম্ন ৮৫% অংকুরোদগম ক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই মৌল বীজ নির্ধারিত মাত্রায় মানসম্পন্ন অংকুরোদগম ক্ষমতা না হওয়ার দরুণ অবীজ হিসাবে বিক্রয় করতে হয়। এতে করে মৌল গম বীজের প্রায়ই ঘাটতি দেখা দেয়। মহাপরিচালক, বিনা বলেন যে, মৌল গম বীজে অন্যান্য গুণাগুণ সঠিক মাত্রা বজায় রাখা হলে অংকুরোদগম ক্ষমতা ৮৫% থেকে কমিয়ে ৮০% নির্ধারণ করা হলে বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব ফেলার কথা নয়।

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) বলেন, মৌল বীজ উৎপাদন খুবই ব্যয় স্বাপেক্ষ, বাস্তবতার নিরীক্ষা দেখা যায় বর্ষা মৌসুমে কোন কোন সময় আমাদের দেশে বাতাসের আর্দ্রতা প্রায় ৯৫% বিরাজ করে। পক্ষান্তরে পাকিস্তান ও ভারতের অধিকাংশ স্থানেই বাতাসের আর্দ্রতা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক কম থাকে। সে কারণে পাকিস্তান ও ভারতের মৌল গম বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা সর্বনিম্ন ৮৫%

এ সংরক্ষণ করা যত সহজ আমাদের দেশে তত সহজ নহে। তাই মৌল গম বীজে Genetic Purity মান বাজায় রাখা হলে অংকুরোদগম ক্ষমতা সর্বনিম্ন ৮০% নির্ধারণ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, গঠিত কমিটির সুপারিশ এবং অদ্যকার সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে যুক্তিসংগত কারণেই মৌল গম বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা সর্বনিম্ন ৮০% নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ প্রসংগে তিনি আরো বলেন, তবে মৌল গম বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ৮৫% এর উপরে সংরক্ষণের নিমিত্তে গম গবেষণা কেন্দ্রকে আরো সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ মৌল বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ৮৫% থেকে কমিয়ে সর্বনিম্ন ৮০% নির্ধারণ করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারণ।

ডঃ মোঃ আবদুল খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুরকে আহ্বায়ক করে বীজ প্রত্যয়ন ফি পূনঃ নির্ধারন সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়নের নিমিত্তে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিটির পক্ষ থেকে একটি খসড়া সুপারিশপত্র কমিটির সদস্য সচিব, জনাব ননী গোপাল রায় কারিগরি কমিটির ৪৫তম সভায় বিবিধ আলোচ্য বিষয়ে উত্থাপন করেন।

এ প্রেক্ষিতে আলোচনা শেষে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বীজ প্রত্যায়ন ফি পূণঃ নির্ধারনের সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্তে Field Inspection, Germination Test, Purity Test, Moisture Test এবং Seed Health Test প্রভৃতিসহ একটি পূর্ণাংগ বীজ পরীক্ষার ফি পূনঃ নির্ধারণের যৌক্তিকতা বিস্তারিত বর্ণনাসহ কমিটির সদস্য সচিবকে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে বলা হয়।

এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমিটির সদস্য সচিব জনাব ননী গোপাল রায় কর্তৃক বীজ প্রত্যয়ন ফি পুনঃ নির্ধারনের বিষয়টি কারিগরি কমিটির ৪৬তম সভায় উপস্থাপন করা হলে ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক সদস্য পরিচালক (শস্য) উল্লেখ করেন যে, বীজ পরীক্ষার প্রকৃত খরচ কত হচ্ছে এবং বর্তমান প্রস্তাবনায় কত টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বীজ পরীক্ষার প্রকৃত খরচ ও কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত বীজ পরীক্ষার খরচ বিবরণী পাশাপাশি উল্লেখ করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক অদ্যকার সভায় জনাব আখতার হোসেন সরকার, গঠিত উপ-কমিটির সদস্য সচিব ও মুখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর পূর্ব নির্ধারিত বীজ পরীক্ষার ফি এবং কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত বীজ পরীক্ষার ফি পাশাপাশি সংযোজন পূর্বক সভায় উত্থাপন করে ইহার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, নমুনা পরীক্ষার নিমিত্তে ব্যবহৃত বিদ্যুৎসহ অন্যান্য আনুষাংগিক খরচ বেড়ে যাওয়ায় পূর্ব নির্ধারিত ফি থেকে কমিটি কর্তৃক সুপারিশমালায় যুক্তিসংগতভাবে ফি পুনঃ নির্ধারনের বিষয়টি প্রস্তাবনায় রাখা হয়েছে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, গঠিত কমিটির সুপারিশমালা বর্তমান প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক বলে অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দও একমত পোষন করেছেন বিধায় প্রস্তাবিত বীজ পরীক্ষার ফি পুনঃ নির্ধারনের সুপারিশ গ্রহণ করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ পরীক্ষার ফি পুনঃ নির্ধারণ করার নিমিত্তে নিম্নবর্ণিতভাবে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

ক) প্রতি ফসলের জাত ও শ্রেণীভিত্তিক প্রতিহেক্টর বা অংশ বিশেষের জন্য মাঠ প্রতায়ন ফি-	২৫ টাকা
খ) অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষার ফি (প্রতি নমুনা)-	২৫ টাকা
গ) বিশুদ্ধতা পরীক্ষার ফি (প্রতি নমুনা)-	২৫ টাকা
ঘ) আর্দ্রতা পরীক্ষার ফি (প্রতি নমুনা)-	২৫ টাকা।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ অনুষ্ঠিত ৬টি বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার-২০০১ এর সুপারিশমালা পর্যালোচনা।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিএআরসি এর আর্থিক সহায়তায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উদ্যোগে ৬টি বিভাগীয় (যথাঃ রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকা) বীজ প্রযুক্তি সেমিনার বিগত ১৮/৬/০১ ইং তারিখ থেকে ৩০/৬/০১ইং তারিখ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখিত ৬টি বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনারের বিভাগওয়ারী গৃহীত সুপারিশমালা ৪৫তম কারিগরি কমিটির সভায় উত্থাপন করা হলে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অনুষ্ঠিত ৬টি বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনারের সুপারিশসমূহ জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্যাটগরী অনুযায়ী সন্নিবেশ করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের করণীয় কার্য নির্ণয়পূর্বক একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে দায়িত্ব দেয়া হয়। সে মোতাবেক একটি প্রতিবেদন কারিগরি কমিটির ৪৬তম সভায় উপস্থাপন করা হলে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনারের সুপারিশসমূহের মধ্যে যেগুলো বাস্তবায়নযোগ্য তা সুনির্দ্দিষ্ট করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং একই সাথে বাস্তবায়নের কৌশলও নির্ধারণ করতে হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী)।

উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অদ্যকার সভায় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে উপস্থিত স্যবৃন্দের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০০১ সনে ৬টি বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনারের সুপারিশসমূহ রেকর্ড করে রাখতে বলা হলো এবং সেই সাথে বিএআরসির আর্থিক সহায়তায় ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর যৌথ উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে একটি বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের প্রস্তাবনা দাখিল করবে। উল্লেখ্য যে, বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠিত হওয়ার এক মাসের মধ্যেই গৃহীত সুপারিশসমূহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। (দায়িত্ব ঃ বিএআরসি এবং এসসিএ)।

আলোচ্য বিষয়- বিবিধ ঃ আলু বীজের আন্ডার সাইজ এবং ওভার সাইজে অতিরিক্ত গ্রেড নির্ধারণ প্রসংগে।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ও প্রতিনিধিগণের মধ্য হতে অদ্যকার সভায় বিবিধ সূচী আহ্বান করা হলে, জনাব যতিশ চন্দ্র সরকার, যুগ্ম পরিচালক (কোয়ালিটি কন্ট্রোল), বিএডিসি, ঢাকা বলেন যে, আলু বীজের আন্ডার সাইজ এবং ওভার সাইজে অতিরিক্ত দুটি (Under size 20-27mm & Over size 56-60mm) গ্রেড নির্ধারণ করা আবশ্যক। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, আলু বীজের আন্ডার সাইজ এবং ওভার সাইজ জাত ভিত্তিক ও শ্রেণী ভিত্তিক একটি গ্রেড তালিকা প্রণয়নপূর্বক প্রস্তাবনা আকারে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আলু বীজের আন্ডার সাইজ এবং ওভার সাইজের গ্রেড তালিকা জাত ভিত্তিক ও শ্রেণী ভিত্তিক প্রণয়নপূর্বক প্রস্তাবনা আকারে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে (দায়িত্ব ঃ বিএডিসি)।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ আবুল হোসেন)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।